জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২২

আবেদন ফরম

উদ্যোক্তার ক্যাটাগরি (টিক ✓দিন)

☐ বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (পুরুষ) ☐ বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (নারী) ☐ বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (পুরুষ)
☐ বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী) ☐ বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা (পুরুষ) ☐ বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা (নারী)
☐ বর্ষসেরা স্টার্টআপ ☐ বিশেষ উদ্যোক্তা পুরস্কার

□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□

ক. উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত তথ্য

১. উদ্যোক্তার নাম: _____
(বাংলা)
_____
(ইংরেজি)

২. ফোন: _____ মোবাইল: _____

৩. ই-মেইল: _____ ৪. ওয়েবসাইট: _____

৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা: ☐ এসএসসি ☐ এইচএসসি ☐ গ্রাজুয়েশন ☐ পোস্ট গ্রাজুয়েশন ☐ অন্যান্য

৬. জাতীয় পরিচয়পত্র নং: _____

৭. উপজেলা/থানা: _____ ৮. জেলার নাম: _____

খ. উদ্যোক্তার ব্যবসায়িক তথ্য

১. প্রতিষ্ঠানের নাম: _____
(বাংলা)
_____
(ইংরেজি)

২. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা: _____
(অফিস/শো-রুমের ঠিকানা)
_____
কারখানার ঠিকানা (যদি থাকে)

৩. ট্রেড লাইসেন্স নং: _____ ব্যবসা শুরুর সন: _____
(ট্রেড লাইসেন্স অনুযায়ী)

৪. মালিকানার ধরণ: ☐ একক মালিকানাধীন ☐ যৌথ মালিকানাধীন ☐ কোম্পানী/অন্যান্য

৫. ব্যবসার ধরণ: ☐ উৎপাদনকারী ☐ সেবাদানকারী ☐ অন্যান্য

৬. স্থানের মালিকানা: ☐ নিজস্ব ☐ পজিশন ☐ ভাড়াকৃত

৭. উৎপাদিত পণ্য/সেবাসমূহের নাম: _____

৮. প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎস: ☐ দেশীয় ☐ আমদানীকৃত ☐ উভয় প্রকার

৯. অ্যাসোসিয়েশন/ট্রেডবডির সাথে সম্পৃক্ত কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না _____
(উত্তর হ্যাঁ হলে, অ্যাসোসিয়েশন/ট্রেডবডির নাম লিখতে হবে)

১০. উদ্যোক্তা হিসেবে ইতোপূর্বে কোন পুরস্কার পেয়েছেন কিনা? ☐ হ্যাঁ ☐ না _____
(উত্তর হ্যাঁ হলে, কোন প্রতিষ্ঠান হতে এবং কি পুরস্কার)

গ. ব্যবসা বিষয়ক তথ্য (বার্ষিক বিক্রয়, ব্যয়, লাভ, বিনিয়োগ, সম্পদ, দায়-দেনা ইত্যাদি)

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অডিট রিপোর্টের সাথে সামঞ্জস্য থাকতে হবে)

১. আয়-ব্যয়ের তথ্য (টাকা):

	২০২১	২০২০	২০১৯
• বার্ষিক মোট বিক্রয়:			
• বার্ষিক মোট ব্যয়:			
• বার্ষিক নীট লাভ:			
• মোট দায়/দেনা (ব্যাংক ঋণসহ):			
• বার্ষিক পরিশোধিত ভ্যাট:			
• বার্ষিক পরিশোধিত আয়কর:			

২. স্থায়ী সম্পদ (টাকা): _____ চলতি সম্পদ (টাকা): _____
(জমি, দালান, যন্ত্রপাতি, আসবাব, পরিবহণ ইত্যাদি) *(কাঁচামাল, মজুদমাল, উৎপাদনে প্রক্রিয়াধীন পণ্য)*

মোট বিনিয়োগ: _____ স্থায়ী সম্পদ: _____
(শুরু হতে অদ্যবধি) *(জমি ও কারখানা ভবন ছাড়া)*

৩. ব্যবসায় আবেদনকারী/অংশীদারদের বিনিয়োগ ও অন্যান্য সম্পদের বিবরণী

জমির মূল্য: _____ ভবনের মূল্য: _____ কারখানা ও মেশিনারিজ: _____
মজুদ পণ্য: _____ চলতি মূলধন: _____ মজুদ পণ্য: _____

৪. শ্রমিক/কর্মীর সংখ্যা:

	স্থায়ী: নারী	পুরুষ	মোট	অস্থায়ী: নারী	পুরুষ	মোট

৫. ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কোন ঋণ গ্রহণ করেছেন? ☐ হ্যাঁ ☐ না _____
(উত্তর হ্যাঁ হলে উৎস/ব্যাংক ও শাখার নাম)

ঋণের পরিমান: _____ মাসিক কিস্তির পরিমান: _____ ☐ হ্যাঁ ☐ না
(কখনও ঋণ খেলাপী হয়েছেন?)

৬. ব্যবসার পরিচালনার স্বপক্ষে যেসকল আইনগত ও সমর্থিত ডকুমেন্টস রয়েছে তার বিবরণী (টিক ✓ দিন)

☐ ট্রেড লাইসেন্স ☐ TIN সার্টিফিকেট ☐ ভ্যাট রেজিস্ট্রেসন সার্টিফিকেট ☐ পজেশন ডিড ☐ ভাড়ার চুক্তিনামা
☐ মেমোরেন্ডাম অব আর্টিক্যাল অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন এন্ড ইনকর্পোরেশন (যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)
☐ রেজিষ্টার্ড পার্টনারশিপ ডিড (অংশীদারী ব্যবসার ক্ষেত্রে) ☐ পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র
☐ বিএসটিআই কর্তৃক অনুমোদিত সনদপত্র (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) ☐ অডিটেড আর্থিক বিবরণী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
☐ ISO Certificate ☐ FSMS কিংবা এধরণের আন্তর্জাতিক সনদপত্র ☐ অন্যান্য _____

ঘ. উদ্যোক্তার ব্যবসায়িক অন্যান্য তথ্য

১. উৎপাদিত পণ্য বা সেবার প্রধান গ্রাহক কারা: _____

২. পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়? ☐ হ্যাঁ ☐ না ২০১৯: _____ ২০২০: _____ ২০২১: _____
উত্তর হ্যাঁ হলে, বিগত তিনবছরে মোট কত টাকার পণ্য/সেবা রপ্তানি করা হয়েছে? (মার্কিন ডলার)
জবাবের স্বপক্ষে প্রমানপত্র দাখিল করতে হবে। যেমন -Export Proceeds Realization Certificate (PRC)

৩. পণ্য/সেবা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পরিবেশের জন্য কি ক্ষতিকারক? ☐ হ্যাঁ ☐ না

_____
(উত্তর না হলে, স্বপক্ষে যুক্তি ও সম্ভব হলে প্রমানপত্র দিন)

৪. প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা উল্লেখ করুন: _____

_____

_____
(যেমন: চাকুরি বিধিমালা, ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও Standard operating system যদি থাকে)

৫. প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তামূলক ও অন্যান্য কী কী সুবিধা রয়েছে উল্লেখ করুন? _____

_____

_____
(সর্বোচ্চ ১০০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)

৬. কেন নিজেকে সফল উদ্যোক্তা মনে করেন?

(সর্বোচ্চ ১০০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)

৭. প্রচলিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কী ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়েছেন এবং কিভাবে মোকাবেলা করেছেন?

(সর্বোচ্চ ১০০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)

৮. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে আপনি কিভাবে ভূমিকা রাখছেন?

(সর্বোচ্চ ১০০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)

৯. কর্মীর দক্ষতা উন্নয়নে এবং অধিকার সংরক্ষণে কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা উল্লেখ করুন:

(সর্বোচ্চ ১০০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)

১০. প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করুন:

(সর্বোচ্চ ১০০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)

১১. পণ্য/সেবার বাজারজাতকরণ কৌশল বর্ণনা করুন:

(সর্বোচ্চ ১০০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)

১২. পণ্য/সেবার উৎপাদন বা উদ্ভাবন প্রযুক্তি বর্ণনা করুন:

(সর্বোচ্চ ১০০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)

১৩. উৎপাদন/সেবা কেন্দ্রের পরিবেশ বর্ণনা করুন:

(সর্বোচ্চ ১০০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)

ঘোষণা:

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী আবেদনপত্রের বর্ণিত তথ্য ও শর্তাবলীর বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত ও সম্মত হয়ে আলোচ্য আবেদনপত্র পূরণ ও দাখিল করেছি এবং এই মর্মে নিশ্চিত করছি যে- আবেদনপত্রে উল্লিখিত সকল তথ্য ও সংযোজিত সকল ডকুমেন্টস সঠিক আছে।

তারিখ:

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
(নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর)

স্পষ্টীকরণ ও শর্তাবলী

১) বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা, বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা- এতিনটি শ্রেণীতে পুরুষ ও নারী উদ্যোক্তাদের পৃথকভাবে পুরস্কার প্রদান করা হবে। এছাড়া একটি দেশীয় 'স্টার্টআপ' এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে অর্থবহ অবদান রেখেছেন/রাখছেন- এধরণের একজন সফল উদ্যোক্তাকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

২) এটি 'উদ্যোক্তা পুরস্কার' বিধায় পুরস্কারের জন্য উদ্যোক্তাকে বিবেচনা করা হবে, উদ্যোক্তার প্রতিষ্ঠানকে নয়। আগ্রহী উদ্যোক্তা তাঁর মালিকানাধীন সুনির্দিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে আবেদন করবেন। উদ্যোক্তার প্রতিষ্ঠানটি পার্টনারশীপ/অংশীদারী ব্যবসা হলে-অন্য পার্টনারদের নাম ও ফোন এবং আবেদনপত্রের সাথে তাঁদের সম্মতিপত্র কিংবা এবিষয়ে সভার রেজ্যুলেশন দাখিল করতে হবে।

৩) উদ্যোক্তার একাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থাকলে তিনি যেকোন একটি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে আবেদন করবেন এবং আবেদনপত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের তথ্য উল্লেখ করবেন- তবে তিনি প্রয়োজনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি সংযুক্তি আকারে আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে পারবেন।

৪) প্রতিটি ক্যাটাগরির জন্য একজন উদ্যোক্তাকে বিবেচনা করা হবে, একাধিক উদ্যোক্তাকে নয়।

৫) উদ্যোক্তাকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং তিনি শিল্পনীতি-২০১৬ এর সংজ্ঞা অনুযায়ী- অতিক্ষুদ্র (মাইক্রো), ক্ষুদ্র ও মাঝারি- এ তিনশ্রেণীর যেকোন একশ্রেণীর উদ্যোক্তা হতে হবে। কুটির ও বৃহৎ- এ দুই শ্রেণীর উদ্যোক্তার আবেদন বিবেচনা করা হবেনা। এছাড়া, কেবলমাত্র উৎপাদন ও সেবামূলক ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা আবেদন করতে পারবেন, ট্রেডিং কিংবা আমদানী ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা আবেদন করতে পারবেন না।

৬) স্টার্টআপ ব্যতিরেকে অন্যান্য উদ্যোক্তার ব্যবসা পরিচালনায় ন্যুনতম ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (ট্রেড লাইসেন্স অনুযায়ী)।

৭) সৃজনশীল, অপ্রচলিত, রপ্তানীমূখী, পরিবেশবান্ধব এবং অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে- এধরণের উদ্যোক্তাদের আবেদনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৮) ঋণ খেলাপী ও কর খেলাপী উদ্যোক্তার আবেদন বিবেচনা করা হবেনা।

৯) বাছাই প্রক্রিয়া: এসএমই ফাউন্ডেশন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই ও পর্যালোচনা করে বর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালন এবং আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করেছে- এধরণের আবেদনসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে। এবিষয়ে গঠিত একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জুরি বোর্ড সুনির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া এবং সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে পুরস্কারের জন্য একটি প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করবে। এসএমই ফাউন্ডেশন উক্ত তালিকাভূক্ত সকল উদ্যোক্তা এবং তাঁদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সরেজমিন পরিদর্শন করে আবেদনপত্রে উল্লেখিত তথ্যাদির সত্যতা যাচাই ও নিশ্চিত করাসহ জুরি বোর্ডের পরামর্শ মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত ও প্রমানাদি সংগ্রহ করবে। পরবর্তীতে জুরি বোর্ডের মতামত, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরস্কারের জন্য যোগ্য উদ্যোক্তাদের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করে ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ আকারে দাখিল করবে। পরিচালক পর্ষদের অনুমোদনের পর 'জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২২' এর জন্য নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের তালিকা চূড়ান্ত করা হবে। উল্লেখ্য, জুরি বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত উদ্যোক্তাদের তালিকা পরিচালক পর্ষদে উপস্থাপনের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় উদ্যোক্তাদের হালনাগাদ সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করে ঋণ খেলাপী উদ্যোক্তাদের বাদ দেয়া হবে।

১০) এসএমই ফাউন্ডেশন- উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত যাচাইসহ উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান/কারখানায় সরেজমিন পরিদর্শন ও অনুসন্ধান, উদ্যোক্তা ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের সাথে আলোচনা ও সাক্ষাতকার গ্রহণ এবং প্রয়োজনে এসকল কার্যক্রম ও সাক্ষাতকারের ভিডিও চিত্র ধারণ করবে। এবিষয়ে আবেদনকারী উদ্যোক্তা কিংবা তাঁর অনুপস্থিতে উপযুক্ত মনোনীত প্রতিনিধি এসএমই ফাউন্ডেশনকে সহযোগিতা প্রদান করবে। কোন উদ্যোক্তা অসহযোগিতা করলে তাঁর আবেদন বাতিল করা হবে।

১১) এসএমই ফাউন্ডেশন সূনির্দিষ্ট কারন-দর্শাও ব্যতিরেকে যেকোন সময় 'জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২২' প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ বাতিল কিংবা এর আংশিক পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে। এছাড়া এসএমই ফাউন্ডেশন সুনির্দিষ্ট কারনে যেকোন একটি বা একাধিক কিংবা সকল আবেদন বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

১২) পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন গ্রহণযোগ্য নয়।

১৩) আবেদনপত্রটি যথাযথভাবে পুরণ করে এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে প্রেরণ করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত ডকুমেন্টস অবশ্যই দাখিল করতে হবে:

i) এক কপি পার্সপোর্ট সাইজের ছবি।
ii) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি।
iii) টিআইএন ও ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদপত্রের ফটোকপি।
iv) ২০২১-২২ অর্থবছরে আয়কর জমাদানের রশিদ।
v) ভোটার আইডি/স্মার্ট কার্ডের ফটোকপি।
vi) ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিগত তিন বছরের নিরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী/অডিট রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
vii) অন্যান্য আইনগত সনদপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যদি থাকে, যেমন- বিএসটিআই সার্টিফিকেট, ফায়ার লাইসেন্স ইত্যাদি)।
viii) উদ্যোক্তা প্রয়োজন মনে করলে, তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে ব্রোসিউর, ক্যাটালগ, নিউজপেপার কাটিং, কারখানার ছবি ইত্যাদি সংযুক্ত করতে পারবেন।

এসকল ডকুমেন্টস দাখিল করা না হলে আবেদন বাতিল হিসেবে গণ্য করা হবে।

১৪) আবেদন জমা দেয়ার **শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট ২০২২ বুধবার**।

১৫) আবেদনপত্রের 'সফটকপি' এসএমই ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট কিংবা ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে লিংক আকারে পাওয়া যাবে। উক্ত লিংক হতে ডাউনলোড করে ইমেইল কিংবা ডাক/ক্যুরিয়ারযোগে ফাউন্ডেশন বরাবর প্রেরণ করা যাবে। এছাড়া লিংকে গিয়ে সরাসরি আবেদনপত্র পুরণ করে সমর্থিত ডক্যুমেন্ট আপলোড করেও আবেদনপত্র ডিজিটালি ফাউন্ডেশন বরাবর প্রেরণ করা যাবে।

১৬) এবিষয়ে কোন তথ্য সহায়তা কিংবা স্পষ্টীকরণের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল (ফোন: **৪১০২৪১০৮-১০**; এক্সটেনশন: **১১৩, ১২২ ও ১৪৯**)। এছাড়া প্রয়োজনে **০১৬৭৫০০৯৬৮৯, ০১৭৩১৫৯৫২০৬ ও ০১৭১৩০৬৬৭১২** নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে (সকাল **১**০.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত)।

১৭) আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডশেন (এসএমই ফাউন্ডশেন), পর্যটন ভবন (লেভেল ৬ ও ৭), ই-৫/সি-১ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-**১**২০৭, বাংলাদেশ।
ই-মেইল: info@smef.gov.bd, ওয়েবসাইট: www.smef.gov.bd, ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ: SME Foundation

বি. দ্র. আবেদন পত্রে 'ঘ' এর ৪-**১**৩ নং প্রশ্নের বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করা যেতে পারে।

‘স্টার্টআপ ধারণা ও উদ্যোগ’ বিষয়ে স্পষ্টীকরণ

‘স্টার্টআপ কনসেপ্ট বা ধারণা’ হচ্ছে- প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সৃজনশীল (innovative) ও মৌলিক (unique) উপায়ে বিদ্যমান কিংবা নতুন কোন পণ্য বা সেবা ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানোর উদ্যোগ, যাতে করে ভোক্তাদের সুবিধা ও সন্তুষ্টি (comfort and satisfaction) বৃদ্ধি পায় এবং পাশাপাশি সময়, পরিশ্রম, এমনকি অর্থেরও সাশ্রয় হয়। অর্থাৎ স্টার্টআপ এর ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার থাকতে হবে, পণ্য বা সেবার বিপণন পদ্ধতিটি সৃজনশীল ও মৌলিক হতে হবে এবং ভোক্তাদের সন্তুষ্টি ও উপযোগিতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, প্রযুক্তি বলতে মূলত: ইনফরমেশন টেকনোলজিকে বুঝানো হয় এবং সৃজনশীল ও মৌলিক বলতে যা ইতোপূর্বে অন্যকেও বাস্তবায়ন করেনি- এধরণের পদ্ধতি বা ধারণাকে বুঝানো হয়।

মনে রাখতে হবে- স্টার্টআপ বিদ্যমান উদ্যোগ বা ব্যবসার পুনরাবৃত্তি নয় কিংবা বর্তমানে রয়েছে এধরনের কোন ব্যবসা নতুন করে আরেকটি চালু করা নয়। স্টার্টআপ হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন, সৃজনশীল ও মৌলিক ধারণা ও উদ্যোগ। পণ্য বা সেবা বিপণনের ক্ষেত্রে যদি কোন সমস্যা কিংবা উন্নতির সুযোগ থাকে, স্টার্টআপের মাধ্যমে সমস্যাগুলোর সমাধান কিংবা ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী উপযোগিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া।

স্টার্টআপ উদ্যোগ বা ব্যবসায় এক বা একাধিক উদ্যোক্তা থাকতে পারে। স্টার্টআপ ব্যবসা চালুর জন্য বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী ট্রেড লাইসেন্সসহ সরকারের বিধিবদ্ধ অনুমোদন ও অনাপত্তি গ্রহণ করতে হয় এবং ট্যাক্স ও ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়।

পুরস্কারের জন্য যে ধরণের স্টার্টআপকে বিবেচনা করা হবে

স্টার্টআপ উদ্যোক্তাকে শতভাগ দেশীয় উদ্যোক্তা হতে হবে এবং এই উদ্যোগ তাদের নিজস্ব ধারণা হতে সৃষ্ট হতে হবে; ক্রয়কৃত স্টার্টআপকে বিবেচনা করা হবেনা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সকলকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উপকৃত হতে হবে। উদ্যোগটি শিল্পনীতি-২০১৬ এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ক্ষুদ্র বা মাঝারি উদ্যোগের আওতাধীন হতে হবে। উদ্যোগটির বয়স ন্যূনতম ৩ বছর হতে হবে।

পুরস্কারের জন্য আগ্রহী উদ্যোক্তাদের করণীয় ও আবেদন পদ্ধতি

নির্ধারিত আবেদন ফর্মের সাথে নতুন এক বা একাধিক পাতা সংযুক্ত আবেদনকৃত স্টার্টআপ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা, বিশেষ করে উদ্যোগটি কেনো সৃজনশীল ও মৌলিক, এই উদ্যোগটি কিভাবে কাজ করে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে এসএমই উদ্যোক্তাসহ সারাদেশের উদ্যোক্তা ও ভোক্তারা কিভাবে উপকৃত হচ্ছেন, বিগত তিনবছরের এই উদ্যোগের ক্রম উন্নতির চিত্র (বিক্রয় ও মুনাফার পরিমান এবং ভোক্তা ও কর্মীর সংখ্যা ইত্যাদি) এবং সবশেষে স্টার্টআপটিকে কেনো পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হবে- সেবিষয়ে তথ্য-উপাত্তসহ যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে। আবেদনের সাথে স্টার্টআপটি চালু ও পরিচালনার বিষয়ে আইনগত ও সমর্থিত অন্যান্য ডকুমেন্টস দাখিল করতে হবে।

’বিশেষ উদ্যোক্তা’ বিষয়ে ব্যাখ্যা ও স্পষ্টীকরণ

‘বিশেষ উদ্যোক্তা’ বলতে একজন সফল উদ্যোক্তাকে বুঝাবে- যিনি বিগত ২০-২৫ বছর ধরে সফলতা ও সন্মানের সাথে তাঁর নিজস্ব ব্যবসাটি পরিচালনা করছেন এবং পাশাপাশি- সংশ্লিষ্ট অঞ্চল কিংবা তাঁর অ্যাসোসিয়েশন/ট্রেডবডির উদ্যোক্তাদের উন্নতি, প্রচার, প্রসারে বিশেষ অবদান রেখেছেন কিংবা রেখে চলেছেন।

এ বিশেষ পুরস্কারের জন্য উদ্যোক্তা নিজে আবেদন করতে পারবেন। এছাড়াও উদ্যোক্তার পক্ষে তৃতীয় কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান তাঁর জন্য সুপারিশসহ আবেদন করতে পারবেন। আবেদনে উদ্যোক্তার ব্যবসায়িক তথ্য প্রদানের পাশাপাশি তাঁর অঞ্চল এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন/ট্রেডবডির উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও বিকাশে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ ও অবদানের বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্ট তথ্য ও উপাত্তসহ উল্লেখ করতে হবে। প্রয়োজনে আবেদনপত্রের সাথে নতুন কাগজ সংযুক্ত করা যেতে পারে। আবেদনের সাথে যথানিয়মে ব্যবসা সমর্থিত আইনগত ও অন্যান্য ডকুমেন্টস দাখিল করতে হবে।

স্পষ্টীকরণ ও শর্তাবলী

মাইক্রো শিল্পের সংজ্ঞা

ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে: মাইক্রো শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৩০ জন বা তার কম সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে।

সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে: মাইক্রো শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নীচে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১৫ জন শ্রমিক কাজ করে।

ক্ষুদ্র শিল্পের সংজ্ঞা

ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে: ক্ষুদ্র শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩১-১২০ জন শ্রমিক কাজ করে।

সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে: ক্ষুদ্র শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৫০ জন শ্রমিক কাজ করে।

মাঝারি শিল্পের সংজ্ঞা

ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে: মাঝারি শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২১-৩০০ জন শ্রমিক কাজ করে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/ শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ জন।

সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে: মাঝারি শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ২ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫১-১২০ জন শ্রমিক কাজ করে।

নারী উদ্যোক্তার সংজ্ঞা

যদি কোন নারী 'ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী বা প্রোপ্রাইটর হন' কিংবা 'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বা জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে' অন্যূন ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক হন তাহলে তিনি নারী শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন।